সংবাদ

তারিখ ... AUG 19 2006 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

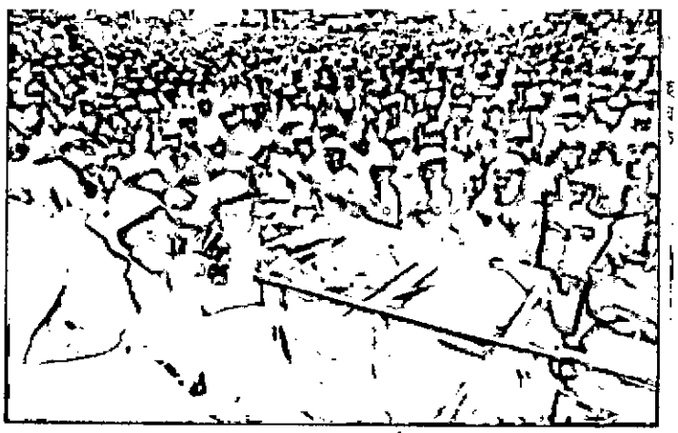

গতকাল মুক্তাঙ্গনে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের জনসভায় বক্তব্য রাখেন চরমোনাই পীর সৈয়দ ফজলুল করিম —সংবাদ

বিক্ষোভ সমাবেশে ইসলামী দলগুলোর হুঁশিয়ারি

কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতি না দিলে কঠোর আন্দোলন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার সরকারি স্বীকৃতির দাবিতে কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক ইসলামী সংগঠনগুলো সরব হয়ে উঠেছে। গতকাল শুক্রবার এ দাবিতে ঢাকার বায়তুল মোকাররম উত্তর গেট, পল্টন এলাকা ও মুক্তাঙ্গন এসব সংগঠনের নানা কর্মসূচিতে মুখরিত ছিল। পৃথক বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে ইসলামী দলগুলো বলেছে, কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতি না দিলে কঠোর আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। সংগঠনগুলোর নেতারা জামায়াতকে ইঙ্গিত করে বলেছে, কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার সরকারি স্বীকৃতি নিয়ে নানা ষড়যন্ত্র হচ্ছে। বিভেদের জাল ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে একটি মহল। গতকাল বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ (বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড), খেলাফত মজলিস ও ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন। জুমার নামাজের পর থেকে সন্ধ্যা সোয়া ৬টার মধ্যে এসব সংগঠনের পৃথক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় দৈনিক বাংলার মোড় থেকে পুরানা পল্টন মোড় পর্যন্ত এবং পুরানা পল্টন মোড় থেকে জিপিও মোড় পর্যন্ত কোন যানবাহন চলাচল করেনি। পুরানা পল্টন থেকে জিপিও মোড় পর্যন্ত রাস্তায় গত বুধবার বিকেল থেকেই যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। ওইদিন কওমি মাদ্রাসার সরকারি স্বীকৃতির দাবিতে খেলাফত মজলিসের নেতাকর্মীরা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুক্তাঙ্গনে অবস্থান নেন।

এসব সংগঠনের মধ্যে বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া আজ শনিবার বিকেল ৪টার মধ্যে কোন ধরনের শর্ত ছাড়া কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার সরকারি স্বীকৃতির ঘোষণা না হলে কঠোর কর্মসূচি দেয়ার ঘোষণা

স্বীকৃতি : না দিলে

(১২ পৃষ্ঠার পর)

দিয়েছেন নেতৃবৃন্দ গতকাল শুক্রবার রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ এ ঘোষণা দেন। কওমি মাদ্রাসার সরকারি স্বীকৃতির দাবিতে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস মুক্তাঙ্গনে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবস্থান কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। আন্দোলনকারীরা সরকারের উদ্দেশে সাফ বলেছেন, কোন শর্তের মধ্যে ফেলে কওমি মাদ্রাসার সরকারি স্বীকৃতি দেয়া হলে তা মানা হবে না। এ নিয়ে শুরু হবে কঠোর আন্দোলন। অন্যদিকে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের আমির চরমোনাইয়ের পীর সৈয়দ ফজলুল করীম বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে আয়োজিত এক সমাবেশে সরকারের প্রতি কওমি মাদ্রাসার সরকারি স্বীকৃতির দাবি মেনে নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি সরকারের উদ্দেশে বলেন, আপনারা আর আড়াই মাস ক্ষমতায় আছেন। এ সময়ের মধ্যেই কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতি না দেয়া হলে সরকারকে কঠিন সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

কওমি মাদ্রাসার সরকারি স্বীকৃতি প্রসঙ্গে আয়োজিত বৈঠকে জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার (এনএসআই) মহাপরিচালকের উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আন্দোলনরত বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ ও খেলাফত মজলিস নেতৃবৃন্দ। নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, সম্প্রতি জামায়াত পরিচালিত উত্তরার মেজবাহ ফাউন্ডেশনে কওমি মাদ্রাসার সরকারি স্বীকৃতির প্রসঙ্গ নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব, ইসলামী ঐক্যজোট নেতা ও বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়ার কর্মকর্তা মুহিউদ্দিন খান ও মুফতি ওয়াক্কাস এমপি, ইত্তেহাদুল মাদারিসিল, তানজিমুল মাদারিসিল ও আদদীনি এদারা নামে ৩টি সংস্থার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এনএসআই মহাপরিচালক উপস্থিত ছিলেন। তার এ উপস্থিতির কারণ ছিল কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার সরকারি স্বীকৃতি প্রদানের ব্যাপারে সরকারের অবস্থান পরিষ্কার করা এবং বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়াকে প্রভাবিত করা।

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া : গতকাল পুরানা পল্টনের একটি হোটেলে সংস্থার পক্ষে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে সংস্থার মহাসচিব আবদুল জাব্বার আজ শনিবার বিকেল ৪টার মধ্যে সরকারকে কওমি মাদ্রাসার সরকারি স্বীকৃতির দাবি জানিয়ে বলেন, অন্যথায় কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। কওমি মাদ্রাসার সরকারি স্বীকৃতি নিয়ে নানা ষড়যন্ত্র চলছে। এ নিয়ে আয়োজিত বৈঠকে এনএসআইয়ের মহাপরিচালকের উপস্থিতি ইসলামী চিন্তাবীদদের বিস্মিত করেছে। তিনি বলেন, যেসব সংগঠন বা সংস্থা কোনদিন কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতি নিয়ে আন্দোলন করেনি, এবং বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়ার সহযোগী বা অঙ্গ সংগঠন হিসেবে কাজ করেছে সেসব সংগঠন বা সংস্থাকে কওমি মাদ্রাসার বোর্ডের স্বীকৃতি দেয়ার চেষ্টা চলছে। সংবাদ সম্মেলন উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি আহমদ শফি, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের আমির চরমোনাইয়ের পীর সৈয়দ ফজলুল করীম, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া কর্মকর্তা আশরাফ আলী, আহমেদুল্লাহ আশরাফ, মুফতি শহীদুল ইসলাম এমপি, রুহুল আমীন উজানী, নূর হোসাইন কাসেমী, ওবায়দুর রহমান ও মো. তৈয়ব।

সংবাদ সম্মেলনে মুফতি শহীদুল ইসলাম জানান, কওমি মাদ্রাসার সরকারি স্বীকৃতির ব্যাপারে বৃহস্পতিবার শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে খেলাফত মজলিস নেতৃবৃন্দের এক বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে ৪টি বোর্ডের অধীনে কওমি মাদ্রাসার সরকারি স্বীকৃতি প্রদানের সরকারি সিদ্ধান্তের দাবি নাকচ করে দেয়া হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে জামায়াতকে ইঙ্গিত করে বলা হয়, কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার সরকারি স্বীকৃতি নিয়ে একটি মহল গভীর ষড়যন্ত্র করছে। তারা কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে তৎপর। এ জন্য কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে আয়োজিত বৈঠকে গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে হাজির করা হচ্ছে।

খেলাফত মজলিস : বুধবার থেকে মুক্তাঙ্গনে শুরু হওয়া খেলাফত মজলিসের অবস্থান কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। গতকাল দুপুরের দিকে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে সংগঠনের প্রধান শায়খুল হাদীস আজিজুল হক বলেন, আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট। আমরা বলেছি বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়ার অধীনেই কওমি মাদ্রাসার সরকারি স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। সরকার এ দাবি না মানা পর্যন্ত মুক্তাঙ্গনের অবস্থান কর্মসূচি চলবেই। তিনি আরও বলেন, অতীতে বিনা অপরাধে জেল খাটার অভিজ্ঞতা আছে। তাই বয়স যতই হোক, রোদ-ঝড়-বৃষ্টি যাই থাকুক না কেন আমি আমার অবস্থান থেকে একচুলও সরে দাঁড়াব না।

বিকেল ৪টার দিকে মুক্তাঙ্গনে খেলাফত মজলিসের এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।